দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 AUG 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

10

আনোয়ারকে আর পড়াশুনার জন্য ভাবিতে হইবে না

মায়ের মমতা দিয়া মেধাবী ছাত্র আনোয়ার হোসেনকে কাছে টানিয়া নিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এখন হইতে আনোয়ার হোসেনকে আর টিউশনি করিয়া পড়ার খরচ যোগাইতে

(১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আনোয়ারকে

(১ম পৃঃ পর)

হইবে না। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের তার সব খরচ সরকার বহন করিবে।

আনোয়ার হোসেন এ বছর যশোর বোর্ডের এস,এস,সি পরীক্ষায় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হইয়াছে। সবকয়টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ সে ৮৫০ নম্বর পাইয়াছে। সে পড়ার খরচ যোগাইতে নিজে টিউশনি করিয়াছে। শুধু টিউশনিই নয়, পরিবারের যে সামান্য কিছু জমি আছে তা সে নিজেই চাষাবাদ করিয়াছে। এভাবেই সে ভাই-বোন ও মাকে নিয়া সংসার চালাইয়াছে এবং নিজের পড়ার খরচের ব্যবস্থা করিয়াছে। পরিবারে উপার্জনের তার কেই নাই। বাবা মারা গিয়াছেন।

এবার এস, এস, সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর পত্র-পত্রিকায় আনোয়ার হোসেনের কষ্টার্জিত জীবনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার এই বিবরণটি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রধানমন্ত্রী গতকাল আনোয়ার হোসেনকে তাঁহার অফিসে ডাকেন। গতকাল আনোয়ার হোসেনের জীবনে ছিল একটি স্মরণীয় দিন। প্রধানমন্ত্রী তাহার নিকট হইতে তাহার পরিবারের দুরবস্থার কথা, কষ্ট করিয়া সে যে পড়াশোনা করিয়াছে সে কথা এবং তাহার মা-বাবা ও ভাই-বোনদের কথা শোনেন। তিনি তাহাকে বলেন, "তুমি খুব কষ্ট করিয়া এতদূর আগাইয়াছ। আমি আশা করি তুমি আরো ভাল রেজাল্ট করিবে। আরো বড় হইবে। আমি তোমার জন্য দোওয়া করিতেছি।" প্রধানমন্ত্রী তাহাকে জানান যে, পড়াশোনার খরচের ব্যাপারে এখন তাহাকে আর ভাবিতে হইবে না। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করিবে। আনোয়ার হোসেন প্রধানমন্ত্রীর এই বদান্যতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আনোয়ার যখন কথা বলিতেছিল তাহার পাশে তখন ছিলেন, তাহার স্কুল বরিশালের উজিরপুর থানার ধামুরা মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রধানমন্ত্রীকে তিনিও কৃতজ্ঞতা জানান।

—তথ্য বিবরণী